গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.moedu.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১০২.২০-৪৮৫

তারিখঃ ১৩ পৌষ ১৪২৭ / ২৮ডিসেম্বর ২০২০

বিষয়ঃ রিট পিটিশন নং-১৩৩২৩/২০১৫ মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক গত ০২/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখে ঘোষিত রায়/আদেশের বিষয়ে তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র:
(১) ডিসি, দিনাজপুর এর স্মারক নং-এমপিওভুক্তি/০৮/২০০৭/১৮৪, তারিখ: ০৫/০৬/২০০৭ খ্রি.।
(২) মাউশিঅ'র স্মারক নং-৬-সি-১৬-বি:/২০০৭/৭৫৬১/২-বিশেষ, তারিখ: ২৮/০৬/২০০৭ খ্রি.
(৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শা: ১৩/অভিপরি/৩-৪৫/২০০৫(অংশ)/৯৮৬, তারিখ: ০৫/০৯/২০০৭ খ্রি.
(৪) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শা:১৩/অভিপরি/৩-৪৫/২০০৫(অংশ)/৫৬, তারিখ: ০২/০১/২০০৮ খ্রি.
(৫) মাউশিঅ'র স্মারক নং- ৬-সি-১৬বি:/২০০৭/২০০১/৮-বিশেষ, তারিখ: ১২/০২/২০০৮ খ্রি.
(৬) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শা: ১৩/আপীল-৪/২০০৪ (অংশ-২)/১৫৮, তারিখ: ০৪/০৭/২০১২ খ্রি

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন আটোর মোহাম্মদীয়া ফাযিল (স্নাতক) মাদ্রাসা'র শিক্ষক-কর্মচারীদের অনিয়মের প্রেক্ষিতে ডিজি, মাউশিঅ বরারব প্রেরিত পত্রের নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত দাখিলকৃত বিল প্রদান করা হবেনা মর্মে বিল ফেরত প্রদান করা হলো এবং পরবর্তী নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত বেতন বিল দাখিল না করার জন্য প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বরারব জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর এর দপ্তর হতে ০৫/৬/২০০৭ খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (১) নং (অস্পষ্ট) স্মারকমূলে পত্র জারি করা হয়।

২। তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত মাদাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও স্থগিত করার জন্য দাখিলকৃত কাগজপত্র যথেষ্ট নয় মর্মে মাউশিঅ হতে ২৮/৬/২০০৭ তারিখে সূত্রোক্ত (২) নং স্মারকমূলে জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর-কে অবহিত করা হয়।

৩। অত:পর দিনাজপুর কালেক্টরেটের সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ৩০/৪/২০০৭ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানের চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও কোন ফার্নিচার নেই। শিক্ষকগণ মামলা মোকদ্দমা ও দলাদলি নিয়ে ব্যস্ত। মাদ্রাসাটিতে বর্তমানে (প্রতিবেদন প্রস্তুতকালীন) কোন ম্যানেজিং কমিটি নেই।

৪। তদন্তের দিন অধ্যক্ষ -কে পাওয়া যায়নি / কোথায় থাকেন তা শিক্ষকরা বলতে পারেনি। উল্লিখিত কারণে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের এমপিও কেন বাতিল করা হবেনা সে মর্মে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ-কে ০৫/৯/২০০৭খ্রি.তারিখে সূত্রোক্ত (৩) নং স্মারকমূলে কারণ দর্শানো হয়। তবে কারণ দর্শানোর জবাবের কোন কপি আবেদনের সাথে পাওয়া যায়নি।

৫। পরবর্তীতে উল্লিখিত বিষয়াদি উল্লেখ করে দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন আটোর মোহাম্মদীয়া ফাযিল (স্নাতক) মাদ্রাসা'র এমপিও পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখার জন্য ডিজি, মাউশি-কে নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে গত ২/০১/২০০৮খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকে পত্র জারি করা হয়।

৬। উক্ত পত্রেই মাউশি অধিদপ্তর হতে ১১/২/২০০৮খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৫) নং স্মারকমূলে এমপিও বন্ধ করার জন্য ম্যানেজার সোনালী ব্যাংক, সদর, দিনাজপুর শাখা-কে নির্দেশনা প্রদান করে পৃষ্ঠাংকন করা হয় এবং মে/২০০৮ মাসে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও STOP PAYMENT করা হয়।

৭। পরবর্তীতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সুপারিশ এবং জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর কর্তৃক আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে তদন্ত করে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমপিও ছাড়করণ বিষয়ক আপীল কমিটির ০৫/৬/২০১২ ইং তারিখে সভায় বিবেচনায় নিয়ে "ফাজিল ও দাখিল পর্যায়ে কাম্য শিক্ষার্থী এবং পাশের হার এমপিও নির্দেশিকা, ২০১০ অনুযায়ী যথাযথ হওয়ায় ফাজিল ও দাখিল স্তরের শিক্ষকদের এমপিও ছাড়করণ বিষয়ে সুপারিশ করা হয় এবং আলিম পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হওয়া পর্যন্ত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ সহ আলিম স্তরের শিক্ষকদের এমপিও ছাড় না করার সুপারিশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ০৪/৭/২০১২ তারিখে সূত্রোক্ত (৬) নং স্মারকে ডিজি, মাউশিঅ বরাবর পত্র জারি করা হয়।

৮। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ০৪/৭/২০১২ তারিখের সূত্রোক্ত (৬) নং পত্রের প্রেক্ষিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বকেয়া ব্যতিত নভেম্বর/২০১২ মাস হতে এমপিও চালু করা হয়। ফলে গভির্ণিং বডি না থাকায় সভাপতি হিসেবে জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর কর্তৃক ০৫/৬/২০০৭ খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (১) নং স্মারকমূলে বেতন বিল স্বাক্ষর না করে ফেরৎ দেয়ায় **মার্চ/২০০৭ হতে অক্টোবর/২০১২ মাস** পর্যন্ত এমপিও বকেয়া রয়ে যায়।

৯। উক্ত বকেয়া এমপিও প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশনা প্রদানের দাবীতে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) জনাব মো: নুরুল্যা ফারুকী গং ২০ (বিশ) জন কর্তৃক হয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং- ১৩৩২৩/২০১৫ মামলা দায়ের করা হয়।

চলমান পাতা নং-০২

১০। উক্ত রিট পিটিশন নং- ১৩৩২৩/২০১৫ মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক গত ০২/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখে ঘোষিত রায়/আদেশে পিটিশনারগণের **মার্চ/২০০৭ হতে অক্টোবর/২০১২** পর্যন্ত বকেয়া বেতন-ভাতাসহ প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষগণের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত রায়/আদেশ এর শেষাংশ নিম্নরুপ-

"Accordingly we find merit in the Rule. In the result Rule is made absolute without any as to costs. The respondents are directed to pay all the arrears of MPO and festival allowances to the petitioners from **March 2007 to October 2012**, in accordance with law, within 90 (Ninety) days from the date of receipt of the certified copy of the Judgment."

১১। রিট মামলার উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ কর্তৃক কোন আপীল মামলা দায়ের হয়নি মর্মে বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক প্রদত্ত Lawyer Certificate সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করে **মার্চ/২০০৭ হতে অক্টোবর/২০১২ পর্যন্ত** বকেয়া বেতন-ভাতাদি (এমপিও) প্রাপ্তির জন্য পিটিশনার কর্তৃক সচিব, টিএমইডি বরাবর আবেদন করা দাখিল হয়েছে করা হয়েছে।

১২। উল্লেখ্য- The Supreme court of Bangladesh (Appellate Division) Rules 1998 এর Order xiii অনুযায়ী আপীল দায়েরের মেয়াদ ৬০ দিন। কিন্তু ১৪/১০/২০২০ খ্রি. তারিখে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে রিট মামলার গত ০২/০৫/২০১৯ তারিখে ঘোষিত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল মামলা দায়ের হয়নি মর্মে বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক প্রদত্ত Lawyer Certificate প্রদান করা হয়েছে। গত ০২/০৫/২০১৯ তারিখে রায়/আদেশ ঘোষণার পরে ইতোমধ্যে ২১৩ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে বিধায় উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সিপিএলএ দায়ের করেও সরকার পক্ষে আইনগত কোন প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ নেই বিধায় বর্ণিত প্রেক্ষাপটে রিট মামলার রায়/আদেশ বাস্তবায়ন তথা পিটিশনারগণের **মার্চ/২০০৭ হতে অক্টোবর/২০১২ পর্যন্ত** বকেয়া বেতন-ভাতাদি (এমপিও) প্রদান করা আবশ্যক।

১৩। এক্ষণে উক্ত রিট মামলার রায়ের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়সমুহে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন-

(ক) উক্ত রিট পিটিশন নং- ১৩৩২৩/২০১৫ মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক গত ০২/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখে ঘোষিত রায়/আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের না করা হয়েছে কিনা?

(খ) আপীল দায়ের করা হয়ে থাকলে এর হালানাগাদ তথ্যাদি; না দায়ের করা হয়ে থাকলে না করার কারণ কি?

(গ) যথাসময়ে আপীল দায়ের না হয়ে থাকলে এর জন্য কে/কারা দায়ী তা চিহ্নিতকরণ এবং এ বিষয়ে বর্তমানে করণীয় কি তা নির্ধারণ করে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করা;

১৪। এমতাবস্থায়, উল্লিখিতমতে চাহিত তথ্যাদি (প্রমাণকসহ) আগামি ০৫/০১/২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

(মো: আ: খালেক মিঞা) ২৮/১২/২০২০
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, গার্লস গাইড হাউজ (৭ম ও ১০ম তলা)
নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়)-

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।